একা আমি ধরে আনি শ্যাম জলধর।
নামিলে হারাবি জলে পাবি না অধর।।
আমি ধরি, বলে জলে নামিল সকল।
বলে 'কই রাই কই সে নীলকমল।।
জলে নামি করে সবে শ্যাম অন্বেষণ।
ডুব দিয়া মহানন্দ করে দরশন।।
কেহ বলে রাই শ্যাম করে জলকেলি।
জলে নামি করে সবে জল ফেলাফেলি।।
কেহ বলে গঙ্গাজল সেচে দিব ফেলে।
জলধর লুকা'য়েছে কালীগঙ্গা জলে।।
কেহ বলে আর কত কাঁদাবি অকূলে।
কেহ বলে জলে জলে চল যাই কূলে।।
কেহ বলে কুল গেল বিরজার কূলে।
কেহ বলে কুলবালা কাজ কিগো কূলে।।
কেহ বলে কূল জ্বেলে দিয়াছি অনল।
কেহ বলে জল ঢেলে কর গো শীতল।।
কেহ বলে ভাসা কুল কূলে যাই চল।।
কেহ বলে কুল সাথে যাবে কার বল।।
কেহ বলে কূল ধুয়ে খাবি নাকি জল।
কেহ বলে কুল যাক কূলে যাই চল।।
এতেক বলিয়া সবে চলিলেন বেগে।
হরিপাল-অক্ষয় ঠাকুর চলে আগে।।
জয় জয় ধ্বনি করে যত রামাগণে।
তীরে এসে হুলুধ্বনি দিল সর্ব্বজনে।।
চন্দ্রকান্ত মল্লিক ধেয়েছে পাছে পাছে।
গাছবাড়িয়ার রামধন চন্দ্র নাচে।।
মদন বিশ্বাস বলে চল চুপে চুপে।
টের পেয়ে গুরুজন উঠিবেন ক্ষেপে।।
এরূপেতে অপরূপ প্রেমের তরঙ্গ।
পাগল সাঁতারে প্রেম সংকীর্ত্তন ভঙ্গ।।
স্বাভাবিক ভাবে সুস্থ্য হইলেন সব।
নিবারণ বাটী হ'ল চিড়া মহোৎসব।।
অন্নভোজ করে সব শুকচাঁদ বাড়ী।
পাগলে ধরিল শুকচাঁদের মা বুড়ী।।
অক্ষয় ঠাকুর আর পাগলকে ল'য়ে।
দুজনকে ভুঞ্জাইল কোলে বসাইয়ে।।
পশ্চিমের ঘরে সবে বসিয়া নিভৃতে।
তারকে ডাকিয়া আনাইল নিকটেতে।।
অক্ষয় ঠাকুরে করাইতে উপদিষ্ট।
বলিলেন তারকেরে 'তুমি হও ইষ্ট।।'
তারক কহেন 'ইহা আমি নাহি পারি।
উপদিষ্ট হউন ব্রাহ্মণ এক ধরি।।
অক্ষয় কাঁদিয়া কহে 'ব্রাহ্মণে কি কাজ।
অংশ অবতারে তুমি ইষ্ট দ্বিজরাজ।।
আমি যার পিপাসিত তাই যদি পাই।
যাঁর ঠাঁই পাই তাই নিব তার-ঠাঁই।।
মোর প্রশ্নোত্তর দেন সব মহারথী।
গুরু কোন জাতি হয় মন্ত্র কোন জাতি।।
শুকদেব হাঁড়ির নিকটে মন্ত্র নিল।
শুকপাখী ছানা তবু বিপ্র আখ্যা পেল।।
পাগল তারকে কহে হরি সহকারী।
পারিবে না এই কার্য্য যদি আজ্ঞা করি।।
পাগল কহেন আজ্ঞা দিলাম তোমায়।
তারক কহেন অসম্ভব কিছু নয়।।
কর্ণমূলে হরিচাঁদ করে উচ্চারণ।
পাইয়া চিন্ময়ী শক্তি হ'ল শক্তিমান।।
প্রেমানন্দে ঢলাঢলি হইল সকল।
জয়ধ্বনি করি সবে বলে হরিবোল।।
স্বীয় স্বীয় স্থানে সব গমন করিল।
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত তারক রচিল।।

ভক্ত শ্রীহরিপাল উপাখ্যান

গোলোক পালের পুত্র হরি পাল নামে।
যশোহর অধিনে কেশবপুর গ্রামে।।